একক ৪২ ❑ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—রাধা-বিরহ অংশ

গঠন

৪২.১ উদ্দেশ্য

৪২.২ প্রস্তাবনা

৪২.৩ মূলপাঠ

৪২.৪ মূল পাঠের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪২.৪.১ কাহিনী

৪২.৪.২ রাধা-বিরহ কাহিনীর নির্যাস

৪২.৪.৩ প্রতিটি পাদের সহজ ব্যাখ্যা

৪২.৪.৪ চরিত্রচিত্রণ

৪২.৪.৫ প্রকৃতি ও তার ভূমিকা

৪২.৪.৬ নাট্যগুণ

৪২.৪.৭ কাব্যমূল্যায়ন

৪২.৪.৮ ‘রাধা-বিরহ’ অংশটি কি প্রক্ষিপ্ত?

৪২.৪.৯ শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

৪২.৫ সারাংশ

৪২.৬ অনুশীলনী

৪২.৭ উত্তরমালা

৪২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের উদ্দেশ্য হ’ল—

- তুর্কীবিজয়ের পর বাংলার সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্ধকারময় যুগের আলোকবর্তিকারূপী বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিস্তারিত আলোচনার সূত্রে এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত হবে।
- বারোটি খণ্ডের সঙ্গে ‘রাধাবিরহ’ অংশটি যুক্ত। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শেষ ও ত্রয়োদশ খণ্ডের নাম ‘রাধা-বিরহ’ একমাত্র এই শেষাংশের সঙ্গে ‘খণ্ড’ শব্দটি যুক্ত নেই। ‘রাধা-বিরহ’ অংশের মধ্য দিয়ে রাধার প্রেম ভাবনার অতলান্ত রূপটি ধরা পড়েছে।

- 'রাধা-বিরহ' অংশের মোট বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা এবং কবিতাবলীতে কি কি রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে তার সংখ্যাতত্ত্ব স্পষ্ট রূপে ধরা পড়বে।
- রাধা-বিরহের মূল কাহিনী, অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে এই কাব্যাংশের পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া যাবে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্যান্য খণ্ডে কাহিনীর প্রাধান্য। কিন্তু রাধা-বিরহ অংশে ভাবের প্রাধান্য। এই ভাব-জগতের সন্ধানী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কে নতুন ভাবনার অধিকার অর্জন করা সম্ভব হবে।
- গীতি কবিতার মূর্চ্ছনা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে—তার পথরেখাও চোখের সামনে উদ্ভাসিত হবে।
- 'রাধা-বিরহ' অংশে রাধাপ্রেমের মধ্যে পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলীর মধুর রসধারায় স্নাত রাধা-প্রেমের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে।
- প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের চিত্র আলোচ্য কাব্যাংশে যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে—সেদিকেও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হবে।
- কৃষ্ণহারা রাধার মর্মযন্ত্রণার কথা জানা যাবে।
- অন্যান্য খণ্ডে অশ্লীলতার ছোঁয়া থাকলেও এই অংশে তা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। প্রেমের স্বর্গরাজ্যে উপনীতা রাধার অন্তর বেদনা ও প্রেমভাবনার অনন্তরূপ সম্পর্কে চিন্তার জগতে রাধা চরিত্র সম্পর্কে নূতন ধ্যান-ধারণা জন্মাবে।
- এই অংশের ভাষাতাত্ত্বিক টীকায় আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার রূপ রেখাটি তুলে ধরায় সে যুগের ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে এই অংশের পার্থক্য কোথায়? তারও তথ্যাদি পাওয়া যাবে।
- রাধার ক্রমবিবর্তিত চিন্তা-চেতনার মনস্তাত্ত্বিক অতুলনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে।

৪২.২ প্রস্তাবনা

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। চণ্ডীদাস সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গবেষকগণ এই কাব্যের অধিকাংশ পদের ভনিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর উল্লেখ দেখে এবং গ্রন্থের ভাষা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি আলোচনা করে মতামত দিয়েছেন যে পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন কবি। ভাবগত ও অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনী কিছুটা অনুসরণ করে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রামীণ প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যখানি লিখেছেন। কাব্যখানিতে মোট ১৩টি খণ্ড আছে। তবে জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, বাণখণ্ড ইত্যাদি ১২টি খণ্ড লিখে ত্রয়োদশ খণ্ডের নাম 'রাধা-বিরহ' বলে চিহ্নিত করেছেন। এতে 'খণ্ড' শব্দটি নেই। মূল পুঁথিতে আছে— 'অথ রাধাবিরহঃ।' এই অংশটি খণ্ডিত। ১৮৯/২ পত্র থেকে ২২৬/২ পত্র পর্যন্ত 'রাধা-বিরহ' অংশ। মূল কাব্যের প্রথম ২টি পাতা ও শেষের ১টি পাতা পাওয়া যায়নি। খণ্ডিত পুঁথির যা পাওয়া

গেছে তার উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ খণ্ডিত 'রাধাবিরহ' অংশে বাংলা কবিতা আছে মোট ৬৯টি এবং সংস্কৃত কবিতা আছে ১৭টি। প্রতিটি পদের সঙ্গে যুক্ত আছে রাগ-রাগিনী। তার সংখ্যা হ'ল মোট ২৩টি। এদের নাম যথাক্রমে বিভাষ, বেলাবেলী, ভৈরবী, ধানুষী, কোড়া, মালব, ভাটিআলী, ললিত, বঙ্গাল, কেদার ইত্যাদি। এছাড়া তাল, মান ও ধ্রুব পদেরও উল্লেখ আছে। প্রতিটি পদের সহজ সরল ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মূল কাহিনী বিন্যাস করা হ'ল। রাধার বিরহ যন্ত্রণা, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রাধা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্য দিয়ে রাধার উজ্জ্বল প্রেমমূর্তিটি তুলে ধরা হ'ল। অন্যান্য খণ্ডের রাধা ও এই এককের রাধার পার্থক্য লক্ষ্য করে চরিত্রটির স্পষ্ট বিবর্তন স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হবে। গীতি কবিতার সুর ভাব-গভীরতার ব্যঞ্জনা কিভাবে আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে তা জেনে 'রাধা-বিরহ' অংশের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, প্রেমবৈচিত্র্য ভাষাগত দিক ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচ্য অংশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাবতে পারবেন এবং নিজের ভাষার এই কাব্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

অথরাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতঃপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি।।
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা।।

❑ এই রূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কোনো রকমে গৃহকর্ম করিয়া নিজের গৃহে কিছুকাল কাটাইলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চশরাতুরা হরিণী অপেক্ষাও সুন্দর নয়নবিশিষ্ট রাধা বড়াইকে এইরূপ বলিলেন।।

৩৫০. বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

দূতা চিরকাল ভৈল তভোঁ বনমালী নাইল
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে।
বড়ায়ি (১৯০/১) গো।। ১
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্নু চিত্তে না পড়এ আন
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে।। ২
আইল চৈত মাস কি মোর বসতী আশ
নিফল যৌবন ভারে।। ৩
বিরহে আন্তর জলে সুতিলোঁ কদমতলে
আধিক আন্তর মোর পোড়ে।। ৪
পরিধান নেত লাসী হাথত মোহন বাঁশী
সে কাহ্নাঞিঁ গেলা আকাশে।। ৫

সুতিলোঁ সখির বোলে সজল নলিনীদলে
তাতে হৈতেঁ আনল শীতলে।। ৬
ডালি ভরী ফুল পানে মোরে পাঠায়িল কাহ্নে
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে।। ৭
তাম্বল না লৈলোঁ করে তোক মাইলোঁ চড়ে
তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে।। ৮
দূতী ধরোঁ তোর পাএ হের মোর প্রাণ জাএ
কহ মোরে জীবন উপাএ।। ৯
বহে প্রভাত সমএ মলয় শিয়ল বাএ
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।। ১০
সাগরসঙ্গাম গিআঁ গাএর মাঁস কাটি (১৯০/২) আঁ
আপণা মগর ভোজ দিআঁ।। ১১
এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ
আর তার না পায়িবোঁ লাগ।। ১২
কিবা পুরুব জরমে খণ্ডব্রত কইল আহ্মে
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ।। ১৩
আণি দেহ বনমালী বন্দিআঁ দেবী বাসলী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১৪

❑ **রাধার উক্তি :** হে দূতী, অনেকদিন হইয়া গেল, তবু বনমালী আসিলেন না। তাঁহাকে কতকাল পরে আমি পাইব ।। ১।। স্বপ্নে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি। এখন আর কিছু আমার মনে পড়ে না। তাঁহাকে কি প্রকারে পাইব ।। ২।। চৈত্রমাস আসিয়া গেল, নিষ্ফল যৌবনভার লইয়া আমার জীবনের কি আশা।। ৩।। বিরহে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কদমতলায় শুইলাম, তাহাতে হৃদয়জ্বালা আরো বাড়িল।। ৪।। তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহন বাঁশি, সে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।। ৫।। সখীর কথায় সজল পদ্মপত্রে শুইলাম। আগুনও তাহা অপেক্ষা শীতল।। ৬।। ডালা ভরিয়া কৃষ্ণ আমাকে ফুল পান পাঠাইলেন, তাহা আমি হাত দিয়াও ছুঁইলাম না।। ৭।। হাতে পান লইলাম না, তোমাকে চড় মারিলাম, তাই কৃষ্ণ আমাকে অসুখী করিলেন।। ৮।। দূতী তোমার পায়ে ধরি, দেখো আমার প্রাণ যায়, আমার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া দাও।। ৯।। প্রভাতকালে শীতল মলয় বাতাস বহিতেছে, বৃন্দাবনে কোকিল কূজন করিতেছে ।। ১০।। সাগরসঙ্গমে গিয়া নিজের গায়ের মাংস কাটিয়া মকরকে খাওয়াইব।। ১১।। এ জন্মে বোধ হয় তেমন ভাগ্য করি নাই। কৃষ্ণের সান্নিধ্য হারাইলাম, আর তাঁহার নাগাল পাইব না।। ১২।। পূর্বজন্মে হয়ত আমি খণ্ডব্রত করিয়াছি, তাহার ফলেই কৃষ্ণকে হারাইলাম।। ১৩।। বনমালীকে আনিয়া দাও।। ১৪।।

৩৫১. বেলাবলীরাগ ঃ ।। কুডুক্ক ঃ।।

দেখিলোঁ প্রথম নিশী   সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে   সে কৃষ্ম করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।। ১
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ম আনিআঁ দেহ মোরে হে।। ধ্রু
লেপিআঁ তনু চন্দনে   বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী   না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে।। ২
তিঅজ পহর নিশী   মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহানিলোঁ[১] তাহার বদনে (১৯১/১)।
ঈসত বদন করী   মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে।। ৩
চউঠ পহরে কাহ্ন   করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে   ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** রাত্রি প্রথমভাগে যে স্বপ্ন দেখিলাম সেই স্বপ্ন বিষয়ক সব কথা তোমাকে বলিতেছি বসিয়া শোনো। সে কৃষ্ম কদমতলায় বসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।। ১।। হে বড়াই, আমার জীবন নিষ্ফল, সেই কৃষ্মকে আনিয়া দাও।। ধ্রু ।। দেহে চন্দন লেপন করিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া মধুর স্বরে আড়বাঁশি বাজাইলেন। অনন্তর তিনি রতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি সম্মতি দিলাম না। দ্বিতীয় প্রহরে ইহাই দেখিলাম।। ২।। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমি কৃষ্মের কোলে বসিয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া আমার মনোহরণ করিয়া লইলেন। আমি মদনপীড়িতা হইলাম।। ৩।। চতুর্থ প্রহরে কৃষ্ম অধর পান করিলেন। আমার রতিরসলালসা জাগ্রত হইল। এমন সময় দারণ কোকিলনাদে আমার নিন্দা ভাজ্গিয়া গেল।। ৪।।

৩৫২. বিভাষরাগ ঃ ।। কুডুক্ক ঃ ।।

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি। চিত্তে মোর না পড়ে আন।। কি হরি হরি।।
হানিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি। তেঁ মোর দগধ পরাণে।। কি হরি হরি।। ১

মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি। আণিআর বনমালী।। ধ্রু
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে। না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ।।
ঝাঁটি করী কাহ্নঞিঁ আনাওঁ। রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ।। ২
এ মোর বাহুর বলএ। সব খন খসিআঁ পড়এ।।
অনমীষ নয়ন করিআঁ। বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ।। ৩
এবেঁ মোর সংপুন বএসে। কিকে কাহ্ন করে আমরিষে।।
ঝাঁ (১৯১/২) ট করী আন কাহ্ন পাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ওগো বড়াই, আমি স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখিলাম। তিনি ছাড়া আমার চিত্তে আর কিছু স্থান নাই। ওগো বড়াই, মদন পঞ্চবাণ হানিল তাই আমার হৃদয়জ্বালা।। ১ ।। নবমল্লিকার কুঞ্জে মুকুল ধরিয়াছে। বনমালীকে আনিয়া দাও।। ধ্রু ।। দক্ষিণ হইতে মলয় বাতাস বহিতেছে। আমার শরীর কেমন করিতেছে জানি না। শীঘ্র কৃষ্ণকে লইয়া আসি, মিলনসুখে রজনী যাপন করি।। ২ ।। আমার এই বাহুর বলয় নিরন্তর খসিয়া পড়িতেছে। আমি ব্যাকুল হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার পথ চাহিয়া আছি।। ৩।। এখন আমার সম্পূর্ণ বয়স। কৃষ্ণ এখন ক্রোধ করে কেন? অবিলম্বে কৃষ্ণকে আমার পার্শ্বে আনো।। ৪ ।।

৩৫৩. ভৈরবীরাগঃ ।। একতালী।। রূপকন্ম।।

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে। সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে।।
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।। ১
পাগলী রাধা গোআলিনী গো। কথাঁ পাব নান্দে[১] যশোদার পো।। ধ্রু
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ। সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।।
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর। কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার।। ২
বিথুর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে। তবেঁ বাম করেঁ চড় মায়িলি মোহোরে।।
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ। তাহাক করিব আহ্মে কমন উপাএ।। ৩
আনেক কাকুতী করে তোক গোআলিনী। আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী।।
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (১৯২/১) স বাসলীগণ।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি :** কৃষ্ণের তাম্বুল তোমার হাতে দিলাম। আমার মাথায় সে তাম্বুল ভাঙ্গিলে। এখন তোমার মন ঘুসঘুস করিয়া পুড়িতেছে। তোমার নবযৌবন পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখো।। ১।। পাগলী গোয়ালিনী রাধা, নন্দযশোদার পুত্রকে কোথায় পাইব।। ধ্রু।। রাধা, তোমার গায়ে যে গন্ধ চন্দন দিলাম তাহা তুমি বাম পায়ে মুছিলে। এখন আর কি বলিতেছ? কৃষ্ণ এখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।। ২।। কৃষ্ণের জন্য তোমাকে বিস্তর বলিয়াছি। তখন তুমি আমাকে বাম হাতে চড় মারিলে। এখন কৃষ্ণের জন্য তোমার প্রাণ যায়। আমি তাহার কি উপায় করিব।। ৩।। তোমাকে অনেক কাকুতি করিয়া দেব চক্রপাণি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। এখন নিজের মন নিবারণ করিয়া থাকো।। ৩

---

১ অ। প্র ঃ নান্দো।

৩৫৪. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার। ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ য়ে[১] সিসের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।। ১
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান। আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্নু।। ধ্রু
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর। যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।
যবেঁ কাহ্নু না মিলিহে করমের ফলে। হাতে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে।। ২
কাহ্নু সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী। আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী।।
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার। আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্নু একবার।। ৩
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর। এহা দেখি কেহ্নে কাহ্নু গেলান্ত বিদূর।।
আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাস (১৯২/২) লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, এ ধন-যৌবন সবই অসার। গজমুক্তার হার ছিঁড়িয়া ফেলিব। মাথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব। বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিব।। ১।। নিষ্ঠুরা বড়াই গো, আমার প্রাণদান করো। নিজের ভাগ্যদোষে কৃষ্ণকে হারাইলাম।। ধ্রু।। মাথা মুড়াইয়া সাগরে যাইব। যোগিনী বেশ ধরিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব। যদি কর্মফলে কৃষ্ণকে না পাই তাহা হইলে হাতে তুলিয়া বিষ খাইব।। ২।। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হইল না। আমার অঞ্চলের ধন বিধাতা হরণ করিলেন। বড়াই গো, এখনো প্রতিকার করো, কৃষ্ণকে একবার আনিয়া দাও।।৩।। আমার মাথায় শম্ভুসদৃশ খোঁপা, আমার সীমন্তে সিন্দুরী। তাহা দেখিয়াও কৃষ্ণ দূরে গেলেন কেন? আমাকে অনাথ করিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।। ৪

৩৫৫. ভৈরবীরাগঃ ।। কুডুক্কঃ ।।

কাল কাহ্নঞিঃ[১] কঠিন তার আন্তর ল বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ গেল বৃন্দাবনে।। ১
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্নু এবেঁ গেল নিজ থান তাক পাইব কেনমনে।। ধ্রু
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে তোর নেহে তিনাঞ্জলী[২] দিআঁ।। ২
কমণ সুধিঞঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাহবোঁ আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী তবেঁ তাক আণো গোআলিনী।। ৩
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত (১৯৩/১) বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

---

১ অ। প্র ঃ নান্দো। ❑ ২ অ। প্র ঃ নান্দো।

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** কৃষ্ণের বর্ণ কালো, তাঁহার অন্তর কঠিন। অনুরোধ উপরোধে তোমার কাছে আসেন না। তোমার প্রেমলাভের আশায় অনেক সন্তাপ পাইয়া তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন।। ১।। নিজের মনকে নিবারণ করিয়া থাকো। নিজের মান রাখিয়া কৃষ্ম নিজের স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর কেমন করিয়া পাইবে।। ধ্রু।। তোমার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়াছে। তিনি ভালমন্দ কিছু না মানিয়া তোমার প্রেম বিসর্জন করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন।। ২।। কোন্ পথে যাইব এবং কোথায় তাঁহার নাগাল পাইব, হে সুবদনী, তুমি নিজেই সে কথা বলো। অনেক কৌশল করিয়া মুরারিকে জানিতে হইবে। তবে ত তাঁহাকে লইয়া আসিব।। ৩।। সেই নটরুপী গদাধর বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন। কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ পাইব।। ৪।।

....

৩৫৬. কোড়ারাগঃ ।। রূপকং ।। লগনী।। দণ্ডকং।।

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ। সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ।। ১
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ। কোমণ বাণেঁ লএ পরাণ।। ২
বসন্তকালে কোকিল রাএ। মণে মনমথ সে বাণ তাএ।। ৩
আহ্মার বোল সাবধান হয়। বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ।। ৪
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে। আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে।। ৫
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়। সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ।। ৬
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে। আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে।। ৭
বাঘ ভালুকে আতি গহনে। কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে।। ৮
বাঘ ভালুকে বা আহ্মার খাউ। কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ।। ৯
যমুনা বহে খরতর ধার। কেমতেঁ তাহাত হয়িবেঁ পার।। ১০
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে। তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে (১৯৩/২) ।। ১১
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ১২

....

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ওগো বড়াই, এসো আমার প্রাণ রক্ষা করো। মন্মথর বাণ আর আমি সহিতে পারি না।। ১।। বড়াইর উক্তি ঃ মন্মথ কোথায়? কোথায় তাঁহার বাণ? কোন্ বাণেই বা তিনি প্রাণ লন।। ২।। রাধার উক্তি ঃ বসন্তকালে কোকিল ডাকিতেছে। মনে মন্মথ আর এই কোকিলের ডাক তাঁহার বাণ।। ৩ ।। বড়াইর উক্তি ঃ আমার কথায় মন দাও। বাহিরে চন্দ্রকিরণে শয়ন করো।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ চন্দ্রকিরণে শুইব কি? তাহাতে মদনের দাহ আরো অধিক বাড়িয়া যায়।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ আমার কথা যদি তোমার পছন্দ হয় তবে শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাও।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ সেই চন্দনে দেহ পুড়িয়া যায়। আমাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাও।। ৭।। বড়াইর উক্তি ঃ গহন অরণ্যে অনেক বাঘ ভালুক। সে বৃন্দাবনে কেমন করিয়া যাইবে।। ৮।। রাধার উক্তি ঃ বাঘ ভালুকে আমায় খায় ত খাক্। কৃষ্ণের জন্য যদি প্রাণ যায় সেও ভাল।। ৯।। বড়াইর উক্তি ঃ যমুনা খরধারায় বহিতেছে। তাহাতে পার হইবে কি করিয়া।। ১০।। রাধার উক্তি ঃ তরঙ্গাচঞ্চল যমুনার জলে যদি ডুবিয়া মরি তাহা হইলে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিব।। ১১।। বড়াইর উক্তি ঃ কৃষ্ণের আশা পরিত্যাগ করো।। ১২।।

৩৫৭. বিভাষরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।। দণ্ডকঃ

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল। প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল।। ১
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে। এহি চিহ্নে কাহ্নঞিঁকে চাইহ গোকুলে।। ২
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ। করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ।। ৩
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে। যোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে।। ৪
নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ। চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ।। ৫
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান। শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন।। ৬
আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে। আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে।। ৭
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে। মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে।। ৮
তথাঁ ন (১৯৪/১) পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে।। ৯
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে। শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে।। ১০
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ[২] ভালমতে। তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে।। ১১
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে। তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে।। ১২
তথাঁত চাহিআঁ না পাহ যবেঁ কাহ্ন। তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান।। ১৩
তথাঁহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে। গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে।। ১৪
তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে। তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে।। ১৫
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে। সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে।। ১৬
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে। তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে।। ১৭
তথাঁ সুধি পাইবোঁ যথা বসে (১৯৪/২) জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে।। ১৮
তোল বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ১৯

❑ **রাধার উক্তি :** হে বড়াই, শত পল সোনা লইয়া প্রাণনাথ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলো।। ১।। তাঁহার বর্ণ কালো, তাঁহার মাথায় ঘোড়া চুল, এই চিহ্নে গোকুলে তাঁহার খোঁজ করিবে।। ২।। গায়ে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া হাতে করতাল ও মুখে মধুর বাঁশি বাজান।। ৩।। কৃষ্ণের অঙ্গে পীতবাস, যোলো শত গোপী তাঁহার পাশে পাশে যায়।। ৪।। তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, তাহা সম্মুখে পিছনে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পায়ে নূপুর রুণুঝুনু বাজিতেছে।। ৫।। বড়াই, এক কর্পূরবাসিত পানসুপারি লইয়া যাও, কষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া আনো।। ৬।। আগে বসুদেবের ঘরে তাঁহার খোঁজ করিও। তাঁহার বালকস্বভাব অনেক মায়া করেন।। ৭।। সেখানে না পাইলে যশোদার কোলে খোঁজ করিও, নিদ্রাবেশে সেখানে মায়া পাতেন।। ৮।। সেখানেও না পাইলে যমুনার কূলে দেখিও, গো-বৎস চরাইবার জন্য তিনি গোকুলে

১ 'কাহ্ন' তোলাপাঠে। ❑ ২ 'চাইহ' তোলাপাঠে। পাঠ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

যান।। ৯।। সেখানে না পাইলে যমুনার ঘাটে দেখিও, বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ যমুনার নিকটেই বেড়ান।। ১০।। বৃন্দাবনে ফল খাইবার জন্য তিনি গাছে গাছে চড়েন। সেখানেও ভাল করিয়া খোঁজ করিও।। ১১।। হাতে তাঁহার লাঠি, মহানন্দে তিনি বাঁশি বাজান। নারদ মুনির সঙ্গে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে।। ১২।। সেখানেও না পাইলে গোপগণের আবাসে তাঁহার খোঁজ করিও।। ১৩।। সেখানে খোঁজ করিয়া সঙ্কেতস্থানে যাইও যেখানে তিনি গোপীগণসহ কেলি করেন।। ১৪।। সেখানেও যদি না পাও তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে গিয়া তাঁহার সন্ধান করিবে।। ১৫।। সেখানে না পাইলে সাগর গোয়ালার ঘরে গিয়া ত্বরায় তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে।। ১৬।। সেখানেও তাঁহাকে না পাওয়া গেলে সকলের কাছে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিও।। ১৭।। তাহা হইলে জগন্নাথ কৃষ্ণ কোথায় থাকেন সে সংবাদ জানিতে পারিবে। আদ্যন্ত সব কথা তোমাকে বলিলাম।। ১৮।। তোমার কথায় কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিবেন।। ১৯।।

....

৩৫৮. ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢী ল বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর হাত আনুমতি কর আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নঞিঁ।। ১
রাধা ল। না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপণে যাহা তরেঁ কাহ্নঞিঁ মেলিব তোহ্মারে।। ধ্রু
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নর লাগ পাহ তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আওর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ।। ২
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মধুরা পুরী নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।। ৩
চল তোঁ মথুরা পুরী (১৯৫/১) তথাঁ তোকে পাইবে হরী না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্দ বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** হে সুন্দরী রাধা, আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি। চলিবার শক্তি আমার নাই। আমি যে কথা বলি তাহাতে সম্মত হও। নিজেই কৃষ্ণের সন্ধান করো।। ১।। রাধা আমার কথা অবহেলা করিও না। যে পথে তাঁহার উদ্দেশ পাও সেই পথে নিজে যাও সেখানে কৃষ্ণকে পাইবে।। ধ্রু।। খুঁজিতে খুঁজিতে যখন কৃষ্ণের নাগাল পাইবে তখন বিনয়সহকারে তাঁহাকে বলিও। আর একটি উপায় বলি, তুমি তাঁহার পায়ে ধরিও, তবেই তিনি তোমার প্রতি সদয় হইবেন।। ২।। কৃষ্ণের সন্ধানে মথুরাপুরীতে এবং নানা পর্বতে গিরিগুহায় ও অরণ্যে পরিভ্রমণ করিও। অনেক কষ্ট করিয়া চণ্ডীকে পূজা মানত করিয়া তবে তাঁহার দর্শন পাইবে।। ৩।। মথুরা নগরে চলো, সেখানে কৃষ্ণের দেখা মিলিবে। তাঁহাকে পাইলে আর তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিও না।। ৪।।

৩৫৯. মালবরাগঃ।। একতালী।।

দধি দুধে সাজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল। জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে।। নাএ।।

আল হের। না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল। তভোঁ কাহ্ণাঞিঁ সমে হৈবে কথা।। নাএ।। ১
আল হের। মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল। সাদ লাগে কাহ্ণাঞিঁ দেখিবারে।। নাএ।। ধ্রু
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার। কণ্ণত কুণ্ডল হিরার ধার।।
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে। কাহ্ণাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে।। ২
যেই খনে কাহ্ণাঞিঁ দেখিবোঁ। তখনেই তাক না এড়িবোঁ।।
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে। কাহ্নঞিঁ ছাড়ী না জাণো মো আনে।। ৩
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে। না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে।।
যত কৈল সব মতিমো (১৯৫/২) যে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে বড়াই দধিদুধ সাজাইয়া লইয়া মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে যাইব। দেখো বড়াই, সেখানে যদি দুধ না বিকায় তবু ত কৃষ্ণের সহিত দেখা হইবে।। ১।। দেখো বড়াই, মথুরার নামে প্রাণ কাঁদে। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা হয়।। ধ্রু।। তিনি বকুল ফুলের মালা পরিয়াছেন। তাঁহার কানে হীরার ঝালর দেওয়া কুন্তল। পরিধানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্র। সেই কৃষ্ণকে দেখিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।। ২।। কৃষ্ণকে দেখিলে আর ছাড়িব না।। ৩।। তোমার কথা শুনিলাম না, কৃষ্ণের পানসুপারি খাইলাম না। যাহা করিয়াছি বুদ্ধিভ্রংশ হেতু করিয়াছি।। ৪।।

---

১ প্রথমে ‘যেহ্নে’ লেখা। পরে হ্ন’র ‘ে’-কার কাটা এবং তোলাপাঠে ‘মনে’ যুক্ত।

৩৬০. ভাঠিআলীরাগঃ।। লখুশেখর ঃ।।

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী।। আল।।
এঁবে মোর মণের পোড়নী।। আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।। আল।। ১
কমণ উদ্দেশ্যে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ।। আ।। ধ্রু
মুকুলিল আম্ব সাহারে। মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে।।
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ। যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।। ২
দেব অসুর নরগণে। বস হএ মনমথবাণে।।
না বসএ তথাঁ কি মদনে। যে দিগেঁ বসে নারায়ণে।। ৩
পীন কঠিন উচ তনে। কাহাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গানে।।

তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে। তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে[১] ।। ৪
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে। না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে।।
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে। গাই (১৯৬/১) ল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৫

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই গো, যেদিকে কৃষ্ণ গেলেন বসন্ত কি সে দিক জানে না? এখন আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মত।। ১।। আমি কোন্ দিকে যাইব? কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাইব।। ধ্রু।। আমের শাখায় মুকুল ধরিয়াছে। মধুললোভে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। ডালে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। সে ডাক আমার পক্ষে বজ্রের আঘাতের মতই নিদারুণ।। ২।। দেবতা, অসুর এবং মানুষ — মন্মথবাণে বশ হয় সকলেই। নারায়ণ যেদিকে অবস্থান করেন, মদন কি সেদিকে থাকে না।। ৩।। পীন পয়োধর দিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিব। তবু যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।। ৪।। আমি কৃষ্ণের কথা শুনি নাই, তাঁহার পান লই নাই। যাহা করিয়াছি তাহা নির্বুদ্ধিতাবশেই করিয়াছি।। ৫।।

---

১ ‘মো’ তোলাপাঠে।

....

৩৬১. ধানুষীরাগঃ।। যতিঃ।।

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী। যোড়হাথ করী বনমালী।।
তাত বড় পাইল আপমান। তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন।। ১
এবেঁ তোর বিরহ পোড়নী। আল। কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী।। ধ্রু
তোর সখিজন হেন চাহে। কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[১] নেহে।।
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ। বৃন্দাবনে। কেলি করে সেহি গোপীগণে।। ২
যোলহ[২] সহস্র গোপী লয়িআঁ। বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ।।
নানা রসে বসে বনমালী। তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী।। ৩
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে। তবেঁ তার পাব দরশনে।।
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা[৩] সম্ভাসে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** চন্দ্রাবলী তোমাকে সত্য কথা বলি। বনমালী হাত জোড় করিয়া অপমানিত হইয়াছেন। তাই তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।। ১।। এখন তোমার বিরহের জ্বালা। চক্রপাণিকে কোথায় পাইব।। ধ্রু।। তোমার সখীর চায় কৃষ্ণ তোমার প্রেম পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে তাহারা বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণকে লইয়া কেলি করিতে পারে।। ২।। বৃন্দাবনের মধ্যে বসিয়া বনমালী তোমাকে বঞ্চনা করিয়া ষোল সহস্র গোপী লইয়া নানা রসে দিনযাপন করিতেছেন।। ৩।। চলো রাধা বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে তাঁহার দেখা পাইবে। তখন কৃষ্ণ তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারেন।। ৪।।

....

---

১ ‘হো’ তোলাপাঠে। ❑ ২ ‘হ’ তোলাপাঠে। ❑ ৩ ‘বা’ তোলাপাঠে।

৩৬২. ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

অশরীরশর কৃশিতাঙ্গলতা বিততাধিযুতা গতসাততত্তিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চিরতানি (১৯৬/২) হরেরভিমন্যুজননীং জরতীমবদৎ।।

❑ মন্মথশরে অভিমুন্যপত্নী রাধার অঙ্গলতা খিন্ন, বিরহবেদনায় তিনি পীড়িত, তাঁহার মনে সুখের লেশ নাই। কৃষ্ণের চরিত চিন্তা করিয়া তিনি বড়াইকে বলিলেন।।

....

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলেঁ বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।। ১
বড়ায়ি গো।। কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল মোঞঁ নারী বড়ো আভাগিনী।। ধ্রু
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল তার সমে হো বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ তাহার উচিত ফল পাইলোঁ।। ২
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে।। ৩
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইব বড়ু (১৯৭/১) চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, যে কৃষ্ণের জন্য আমি আর কিছু চাই না, যাঁহার জন্য আমি লঘুগুরুজন মানি নাই, আমার মনে হয় তিনি আমার প্রতি রোষবশত আমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য রমণীর সহিত বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।। ১।। বড়াই গো, দুঃখের কথা কত বলিব? ডুবিয়া মরিব বলিয়া সরোবরে ঝাঁপ দিলাম, সে সরোবরও শুকাইয়া গেল, আমি এমনই মন্দভাগিনী।। ধ্রু।। নন্দের নন্দন যিনি যশোদার পুত্র, সেই কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বর্ধিত করিলাম, যে কাজ গোপন রাখা উচিত ছিল তাহাই প্রকাশিত করিয়া উচিত ফল পাইলাম।। ২।। আমার স্বামী দুর্দান্ত বলিয়া গোপবংশে বিখ্যাত। আমার ননদ প্রতি কথায় দোষ ধরে। গোপীর সকলেই কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত বলিয়া আমার কলঙ্ক রটনা করিয়াছে।। ৩।। এতসব যে আমি সহ্য করিলাম, সে কেবল কৃষ্ণপ্রেমের জন্য। ওগো বড়াই, আমাকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাও ।। ৪।।

৩৬৩. বঙ্গালরাগঃ ।। রূপকং।।

হরি হরি। আসুখ না, কর তোহ্মে শুন গোআলী।
নিকট মেলিব, তোর প্রিয় বনমালী।।
হরি হরি। মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ।। ১
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে। আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে।। ধ্রু

আইস মোর সঙ্গো রাধা যাই বৃন্দাবনে। চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে।।
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে। আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে।। ২
কেমনে বেড়াএ কাহ্নু কিবা রূপ ধরে। একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে।।
আবাসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে। পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে।। ৩
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে। গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে।।
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব (১৯৭/২) শ্রীনিবাস। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** গোপ কন্যা রাধিকা, তুমি দুঃখ করিও না। প্রিয় বনমালীকে তুমি নিকটে পাইবে। তোমার চাঁদের মতো মুখখানি মলিন করিও না। তোমার দেহের অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।। ১।। হৃদয়ে ভরসা রাখিয়া আমার কাছে থাকো। গোকুলের কৃষ্ণ আপনি আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন।।ধ্রু।। আমার সহিত আইস। চলো বৃন্দাবনে গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার প্রিয় নারায়ণের খোঁজ করি। সবার কাছে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। শ্রীমধুসূদনকে অবশ্যই কেহ না কেহ দেখিয়া থাকিবে।। ২।। আচ্ছা, কৃষ্ণ কিভাবে বেড়ান, কি কি রূপ ধারণ করেন, একে একে আমাকে সব কথা বলো ত। তিনি যেখানে থাকেন সে স্থান অবশ্যই কেহ দেখিয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দেখা পাইবই।। ৩।। নন্দনন্দন শ্রীনিবাস জলেই থাকুন আর স্থলেই থাকুন অথবা বৃন্দাবনে গোচারণেই রত থাকুন, সব স্থান খুঁজিয়া তাঁহাকে তোমার নিকট আনিব।। ৪।।

....

৩৬৪. ললিতরাগঃ।। একতালী।।

ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা যেন উয়ে গগনে চন্দ গোটা।। ১
দূতা ল তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ। আ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ।। ধ্রু
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী জীএ রাহি তার দরশনে।। ২
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ হেন বেশ হেন দরশনে
নেত পরিধান লাসী হাথে মৌহারী বাঁশী সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে।। ৩
মোঞঁত আভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্ণাঞিঁ এবেঁ তাক চাহি বন[১] দেশে।
তথাঁ (১৯৮/১) ত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী গাইল বডু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ বড়াইর প্রতি রাধা। রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের রূপ বর্ণিত।

....

১ 'ন' তোলাপাঠে।

৩৬৫. কেদাররাগ ঃ ।। রূপকং ।।

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান। তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন।।
আবসি আইসে কাহ্নু কদমের তলে। হাথত লগুড় করা রাখএ গোকুলে।। ১
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে। আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে।। ধ্রু
কিবা রাতী কিবা দিন মাঝ বৃন্দাবনে। নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে।।
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন। তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন।। ২
শুভ যাত্রা করি রাধা কর মনোবল। তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২]।।
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল। ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল।। ৩
পরভয় কর রাধা আহ্মার বচনে। সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে।।
কদমতলাক জাইউ চি (১৯৮/২) ত্তের হরিষে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** নাতিনী তুমি আমার প্রাণের সমান, তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না। কৃষ্ণ কদম্বতলে অবশ্যই আসেন এবং হাতে লাঠি লইয়া গোচারণ করেন।। ১।। গোয়ালিনী, যমুনার কূলে চলো। সেখানে বালক গোপালের দেখা নিশ্চয় পাইবে।।ধ্রু।। কি দিন কি রাত্রি নারায়ণ সর্বদাই বৃন্দাবনে নানা ফুল তুলেন, নানা ফল খান এবং গোপীযুবতীগণের সহিত কেলি করেন। রাধা সেখানে গেলে নিশ্চয় তাঁহার দর্শন পাইবে।। ২।। হে রাধা, শুভযাত্রা করিয়া মনে সাহস সঞ্চয় করো। সেখানে গমন করিলে তোমার মনোরথ সফল হইবে। আমি শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব জানি, তিনি কদম্বের তল ছাড়িতে পারেন না।। ৩।। আমার বাক্যে বিশ্বাস করো, আমি সত্যকথা ভিন্ন মিথ্যা বলি না প্রসন্নচিত্তে কদমতলায় যাও।। ৪।।

---

১ 'রাধা' তোলাপাঠে। ❑ ২ প্রথমে 'সকল'। পরে 'ক' কাটিয়া তোলাপাঠে 'ক' করা। ❑ ৩ 'সে তো' তোলাপাঠে।

৩৬৬. ধানুষীরাগ ঃ ।। একতালী।।

কদমতরুতল গিআঁ। কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ।। আল রাধা।।
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী। কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী।। ল।। ১
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে। চলি গেলি রাধিকা হরিষে।। ধ্রু
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে। পরিধান কর নেত বাসে।।
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে। বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে।। ২
তরুদল চালএ পবনে। কাহ্নু আইসে হেন তাক মানে।
না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে। বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে।। ৩
হেনমতেঁ কতোখন রহী। কদমতলাত রাধা রাহী।।
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** রাধা কদম্বতরুতলে গিয়া কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং অঙ্গে অগুরুচন্দন মাখিয়া দুই চক্ষু কাজলে রঞ্জিত করিলেন।। ১।। রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হইয়া বড়াইয়ের নির্দেশমত হৃষ্টমনে গমন করিলেন।। ধ্রু।।

তিনি পুষ্পমাল্যে কেশপাশ বাঁধিলেন, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিলেন, ভৃঙ্গার ভরিয়া জল এবং বাটা ভরিয়া কর্পূর ও তাম্বুল লইলেন।। ২।। বাতাসে বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মন হইল কৃষ্ণ আসিতেছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া বড়াইয়ের কাছে আশ্বাস চাহিতেছেন।। ৩।। এইভাবে কদমতলায় কিছুক্ষণ থাকিলেন, কিন্তু দৈবদোষে কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না।। ৪

৩৬৭. পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

কদম্বস্য তলে স্থিতা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি (১৯৯/১) ললাপ নিরন্তরং ।।

❑ রাধা সেই কদম্বতলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া মদনানলে সন্তপ্ত হইয়া বড়ই বিলাপ করিলেন।।

....

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমন সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে।।
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে।। ১
আল। দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আনিল নিফলে পোহাইল রাতী।। ধ্রু
তবেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি নিকট মেলিল আসিআঁ।।
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ দুগণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ করমফল আহ্মারে।। ২
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে মো দুখমতীর হেলে।।
একেঁ দহদহ ঘসির আগুন আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গান দিঁতে না পাইলোঁ (১৯৯/২) এ শাল থাকিল বুকে।। ৩
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি কি মোর বসতী বাশে[২]।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে।।
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, দিবসে সূর্যের উত্তাপ, রাত্রেও চন্দ্র অনল বর্ষণ করে। এত দুঃখ কি করিয়া সহিব? চোখে আমার নিদ্রা নাই। শীতল চন্দন অঙ্গে মাখিতেছি তবু বিরহজ্বালা শান্ত হয় না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিয়া বাঁচি।।১।।কাল-দূতী জলে ডুবিয়া মরুক। আশা ভরসা দিয়া আমাকে আনিল। কিন্তু বৃথা রজনী অতিবাহিত হইল।।ধ্রু।।তাই বলি বড়ায়ি, কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বাড়াইয়া লাভ কি? বড়ই, এখন আমার মৃত্যু সন্নিকট। কয়েকদিনের সুখের জন্য দ্বিগুণ জ্বালা। আমার কর্মফলে তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না।। ২।। যে নন্দনন্দন সর্বক্ষণ কপোলে চুম্বন করেন, সেই হাতের নিধিকে এই অভাগিনীর অবহেলায় কে হরণ করিল? এ ঘসির আগুন স্বভাবতই ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, তাহা কি আবার কেহ ফুঁ দিয়া জালে? হায়, নিবিড় আলিঙ্গনে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলাম না, এ শাল বুকে বিঁধিয়া রহিল।।৩।। আমার যৌবন বলো, ধনরত্নই বলো সব বৃথা। আমার গৃহবাসে কি সুখ? অন্নপানীয় কিছুই আমার ভাল লাগে না। আমার জীবন রাখি কি আশায়? আমি মাথা মুড়াইয়া যোগিনী হইয়া নানা দেশে বেড়াইব।। ৪।।

---

১ 'মোরে' তোলাপাঠে। ❑ ২ প্রথমে 'আসে'। পরে 'আ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বা'।

৩৬৮. মল্লাররাগঃ।। রূপকং।।

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী। একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী।।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ। মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও।। ১
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে। সবখন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ। ল।। ধ্রু
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে। কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে।।
মোঞঁ তাকে মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত। এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত।। ২
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলি (২০০/১) ল মোরে নান্দের সুন্দর।।
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ। কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ।। ৩
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ। বিকশিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ।।
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** মেঘান্ধকার ভয়ঙ্কর রাত্রি, আমি কদম্বতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছি। চারিদিকে খোঁজ করিয়া কৃষ্ণকে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জন করি।। ১।। বড়াই গো, এ যৌবন যে আর রাখিতে পারি না। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য সর্বদাই মন কাঁদিতেছে ।।ধ্রু।। ভ্রমর ভ্রমরীসহ গুঞ্জন করিতেছে, সহকার শাখায় বসিয়া কোকিল কূজন করিতেছে। বড়াই, আমার নিকট তাহারা যমদূতের সমান। হায়, যশোদানন্দন আসিয়া কবে আমার এ দুঃখের খণ্ডন করিবেন।। ২।। বড় আশা করিয়া বনমধ্যে আসিলাম, তবু সেই সুন্দর নন্দনন্দনের দেখা পাইলাম না। আমার উন্নত যৌবন ধীরে ধীরে জীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণ একথা বুঝিতেছেন না।।৩।।বসন্তকালে মলয় পবন বহিতেছে, বিকশিত পুষ্পগন্ধ সেই বাতাসে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বড়াই গো, শীঘ্র করিয়া এবার আমার নন্দনন্দনকে আনিয়া দাও।। ৪।।

....

৩৬৯. কহূরাগঃ।। যতিঃ।।

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ।। ১
আল হের। কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি। কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে।। ধ্রু
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি এহাত কেমন হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী হএ মোর তবেঁসি নিস্তারা।। ২
এহি ত বৃন্দাবনে বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ (২০০/২) র নেহে।
এবেঁ থীর নহে ....[১] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে মরি জাইব কাহ্নের বিরহে।।৩
এহি বৃন্দাবন এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, মথুরার পথে এই কদম্বের তলে ধীরে ধীরে বসন্তবায়ু বহিতেছে। এখন বিবিধ ফুলে শয্যা রচনা করিয়া আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছি।। ১।। বড়াই গো, কৃষ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও। ওগো প্রাণের বড়াই, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও।। ধ্রু।। গহন গভীর এই বিরহসাগর। এ সাগর কি করিয়া পার হইব? আমার কুচকুম্ভকে ভেলা করিয়া কৃষ্ণ করিয়া যদি পার করিয়া দেন তবেই নিস্তার পাই।। ২।। এই বৃন্দাবন দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে পড়ে আর বিরহ জ্বালায় হৃদয় দগ্ধ হয়। এখন কোনো প্রকারের চিত্ত ধৈর্য মানে না। কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিব।। ৩।। বড়াই গো, এই বৃন্দাবনে তিল তিল করিয়া খুঁজিলাম, তবু কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না।। ৪।।

---

১ ছাড়। প্র ঃ চিত।

৩৭০. বেলাবলীরাগঃ ।। যতিঃ।।

রাধামাধবমুন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা।।

❑ তখন মদনকাতরা রাধিকা বনান্তরে মাধবকে অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।।

....

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল। আল হের বড়ায়ি
মোঞঁ দুখমতী তাক না শুনিল।। হরি হরি।।
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল। আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল।। হরি হরি।। ১
এবেঁ হৈল মোহোর আরততী[১]। আর হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গো সুরতী।। ধ্রু